নীল পৃথিবীর সবুজ আকাশ

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

বেনামি এপিসল ১১
শায়েরি ১৩
পদ্মপুকুর ১৪
দরখাস্ত ১৫
মেয়ের প্রতি ১৬
ফিনিক্স ১৭
জীবনাঙ্ক ১৯
রাজহাঁস ২০
ট্রাম ২২
নীল পৃথিবীর সবুজ আকাশ ২৩
কইতর ৪০
বুলবুলি ৪১
নস্টালজিয়া ৪৩
নীল খাম ৪৪
মায়া ৪৫
তোমাকে ভালোবাসি কেন ৪৬
বেনামি এপিসল ২ ৫০
নবদম্পতি-কে ৫১
জংশন ৫২
দরখাস্ত ২ ৫৩
৫৪ মানুষ, তোমাকে
৫৫ গ্যালারি
৫৬ কলম ও পেন্সিল
৫৭ লাল খাম
৫৮ পরিচয়
৫৯ যে কারণে আমি তোমার
৬০ শায়েরি ২
৬১ বুড়ি, তোর জন্যে
৬৩ মুক্তিপণ
৬৪ ট্রেন
৬৫ মশা
৬৬ জলের মাছ ও কাচের মাছ
৬৭ ফাতিমা'র জন্যে এলিজি
৬৮ স্ত্রীহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা
৭৫ লাইব্রেরি
৭৬ টিপু সুলতানের অসিয়ত
৭৭ তবু তাকে ভালোবাসি
৭৮ ভাল্লাগে না
৮০ অশ্রুই জানে মর্ম হাসির

বেনামি এপিসল

অনেকদিন চাঁদের সাথে ঘর করেছি
সুখ-দুঃখের গল্প করেছি নির্ঘুম রাত জেগে
রুপালি আলোয় করেছি সুখস্নান
আশ্বিনি পূর্ণিমায় কী এক অভিমানে
চাঁদের সাথে হয়েছিল বিচ্ছেদ
আজ আর স্পষ্ট মনে নেই।

একদিন শাওন রাতে
টিনের চালে নূপুর বাজালো বৃষ্টির মেয়ে
কবির সাথে পাতল নীলকণ্ঠী সংসার
এক বর্ষণমুখর অমাবস্যায়
তন্ময় থেকে মন্ময় হতে হতে
বৃষ্টির সাথে ঘটে গেল দ্বিতীয় বিচ্ছেদ
সেই ইতিহাসও প্রায় ভুলে যাওয়ার জোগাড়।

কয়েকবার গাঁটছড়া বেঁধেছিলাম ফুলের সাথেও
কী দুর্ভাগ্য দ্যাখো
দ্বাদশী রাতে আমাকে দখল করল ভাদ্দুরে আকাশ
তারা নিয়ে মেতে থেকে হারালাম তারাফুলের প্রেম
প্রথম বিচ্ছেদের ইতিবৃত্ত শোনার পর
চন্দ্রবিরাগের অভিযোগে ঘর ছাড়ল চন্দ্রমল্লিকা
কণ্টকশয্যায় দিনযাপনের অপরাধে
বেখেয়ালে খোয়ালাম গোলাপের মন।

নীল পৃথিবীর সবুজ আকাশ

মানুষটা এত পাষাণ, ভাবিনি, এত নির্দয়, বুঝিনি আগে
চার দিন হয়ে গেছে, সে আমাকে দেখতে আসেনি, কেমন লাগে!
সামনে তো খুব পেয়ারের কথা বলতে বাধে না কখনো মুখে
তবে সবই মিছা? নইলে কীভাবে আমাকে ছাড়া সে রয়েছে সুখে?

ভাবিজান শোনে ননদের কথা, নকশীকাঁথায় ফুঁড়ছে সুঁই
'কী সব বলিস! তোকে ছাড়া সুখে আছে, তা কীভাবে বুঝলি তুই?'

না হয় এসেছি রাগের মাথায় বাপের বাড়িতে, দিয়েছি আড়ি
তাই বলে তার পরান পোড়ে না? কীভাবে সে রয় আমাকে ছাড়ি?
তার চিন্তায় পুড়ে মরি আমি, গলায় আমার নামে না ভাত
পাষাণ লোকটা খবর নিয়েছে, কীভাবে কেটেছে তিনটা রাত?

'তোর খবর সে নেয়নি যখন, তাকে নিয়ে কেন ভাবিস শুধু?
সে যদি কাননে মেতে থাকে, তুই কেন হতে যাবি সাহারা ধূ ধূ?'

অত্ত কঠিন কথা বলো ক্যান, লোকটাকে আমি চিনি না, ভাবি?
এঁদোপুকুরের মাছের মতন দম আটকে সে খাচ্ছে খাবি
আমি রেগে গেলে সেও রাগে, পরে কী করবে ভেবে পায় না দিশে
ভালো করে জানি, ভাবি, সে এখন জ্বলছে বিষম বিরহ-বিষে।

'সবই তো বুঝিস, শুধু শুধু এই রাগ কেন তবে ঝাড়লি তারে?'
আমি ছাড়া তার জীবন কতটা অপূর্ণ, যেন বুঝতে পারে।

'কী আজিব কথা বলছিস! এটা বোঝানোর মতো এমন কী বা?'
বলব। আমাকে তোমার কাঁধে কি মাথাটা একটু রাখতে দিবা?

'ন্যাকামো দেখছি ভালো শিখেছিস! আমাকে কি পর করেই দিলি!
মানুষ তো হলি আমার কোলেই, রোজ তো আমারই গা ঘেঁষে ছিলি
আজকে এমন কী হলো বল্ তো! অনুমতি চাস আমার কাছে!
এমন করলে আজ থেকে আমি থাকব না তোর সাতে ও পাঁচে।'

আহ্লাদ করে না হয় বিশাল অপরাধ করে ফেলেছি ভুলে
তাই বলে তুমি রেগে যাবে নাকি? বিলি কেটে দাও একটু চুলে।
তুমি অনুমতি না দিলেই বা কী? ছেড়ে দেবো ওই কাঁধের দাবি?
হাজারটা নয়, আমার তো আছে একটাই শুধু সোহাগি ভাবি
তোমার সঙ্গে মজা করে যদি বাঁকা কথা কিছু নাই বা বলি
তুমিই বলবে শেষে– এই তুই আমার কেমন ননদ হলি?

'হয়েছে হয়েছে, আহ্লাদে তুই ঝরিয়ে ফেলিস চোখের জল
আজকে ঝরেনি, ভালোই হয়েছে, এবার তোদের গল্প বল্
কাছে এসে বোস, কাঁথায় আমার আর কয়েকটা ফোঁড়ন বাকি
তারপর চুলে বেণি করে দেবো, এখন গল্প শুনতে থাকি।'

গল্প তো আর অল্প না, ঘর করি বেশুমার দুঃখ নিয়ে
তোমরা যে ক্যান দিয়েছো আমাকে বোকা লোকটার সঙ্গে বিয়ে
পায়ের সামনে দড়ি ফেলে যদি কেউ তাকে বলে– ওই যে সাপ
ভয়ে অস্থির হয়ে সে অমনি জায়গায় দেবে একটা লাফ।

'বেচারা দড়িকে ভাবে সাপ, তোর ভাই তো সুতোয় সর্প দেখে
তবু যে কীভাবে ঘর করে যাই এমন বোকার সঙ্গে থেকে!'

এইটুকু বলে মুখ টিপে টিপে ভাবিকে যখন হাসতে দেখি
বুঝতে মোটেও রইল না বাকি, এই খেদ তার নিছক মেকি
বাঙালি রমণী গভীর প্রেমটা দেখায় পচানি দেবার ছলে
নারী হয়ে এত সহজ ব্যাপার বুঝব না? মনে মনে সে বলে।

ভাবিও বুঝেছে ননদের মন, দেখেছে কথার উল্টো পিঠ
তবু দুজনের কেউ কাউকেই দিচ্ছে না খুলে কথার গিঁট
গিঁট যত পাকে, গল্পের গতি তরতর করে আগায় তত
পালে হাওয়া লেগে গাঙ্গের বুকে ছুটে চলা এক নাওয়ের মতো–

সেদিন কী হলো, দুইটা কলার কাঁদি নিয়ে তাকে পাঠাই হাটে
মওকা বুঝতে পেরে শয়তান ছেলেগুলো তার পেছন হাঁটে
কেউবা ক্ষুধার ভান করে বলে, 'চাচাজান, ভুক লাগসে পেটে'
কাঁধ থেকে কাঁদি নামিয়ে চারটা কলা ছেলেটাকে দিয়েছে কেটে
পথে পথে যেই খুঁজেছে তাকেই বিনে পয়সায় একটা করে
বিলিয়ে এসেছে, সাকুল্যে নয় টাকা নিয়ে হাতে ফিরেছে ঘরে
হাতের তালুটা ঘষতে ঘষতে বসল চুলায় আমার পাশে
পিঁড়ির সামনে চেরাগদানির ওপর তেলের ধোয়াট ভাসে
ত্যানা নিয়ে সেই গাদ মোছে আর আমাকে কাতর কণ্ঠে কয়
সামনে কদিন চা চাবো না, বউ, যদি না চায়ের জোগান হয়।

বুলবুলি

অধ্যাপক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর-এর স্মৃতির উদ্দেশে

গোলাপের সাথে জবা করে যায় দ্বন্দ্ব
জুঁই আর মাধবীর মাঝে কথা বন্ধ
অপরাজিতার সাথে কদমের রেষ
কামিনী ও টগরের বন্ধুতা শেষ
মালতি ও মহুয়া-তে নিশিদিন আড়ি
ভুল বুঝে ফুলে ফুলে হলো ছাড়াছাড়ি।

আমরা তখন দিই শঙ্কায় ডুব
ব্যথাভরা মন নিয়ে সকলেই চুপ
কোথা থেকে উড়ে এলে তুমি বুলবুলি
ভেঙে দিলে ফুলেদের সব ভুলগুলি
হেসে হেসে গেয়ে গেলে প্রীতিময় গান
বোঝালে, একেক ফুলে একেকটা ঘ্রাণ
নানা ফুল, নানা রূপ, নানা ঘ্রাণ মিলে
সুশোভিত বাগানের কথা বলেছিলে।

বাগানের পাশে দুটি ওহির নহর
বয়ে যেন চলে তারা অষ্টপ্রহর
সে নহরে সিঞ্চিত হোক এ বাগান–
পৌঁছিয়ে দিয়েছিলে এই আহ্বান।

আমরাও মৌমাছি হয়ে আসলাম
তোমার গানের সুরে সুরে হাসলাম
ফুলে ফুলে উড়ি আর রেণু নিয়ে যাই
নহরে আঁজলা ভরে সুধা পিয়ে যাই
নহর, বাগান আছে, বুলবুলি নাই
কোথা তারে পাই, বলো, কোথা তারে পাই?

এটুকু লিখেই বুক ভাসে কান্নাতে
বুলবুলি যেন প্রভু হাসে জান্নাতে।

১২ : ০০ ॥ ০৯.০৮.১৭ ॥ শাকুর মঞ্জিল

যে কারণে আমি তোমার

ঘুমহীন স্বরলিপি তোলে বিষাদের সুর
নিমগ্ন বিষণ্নতায় গাই ঝরাপাতার গান
এই তিলোত্তমা শহরে কেউ শোনেনি আমার কাতর কণ্ঠ
অপাঙ্‌ক্তেয় আমাকে শুনেছিলে শুধু তুমি

তারপর ভেবেছি কেবল
বুকচেরা গোঙানির যে অস্ফুট শব্দ
ভেদ করতে পারে না একটা কংক্রিটের দেয়াল
সেই শব্দ আরশে কীভাবে পৌঁছে যায় ঠিকঠাক?

০১ : ০৭ ॥ ২১.০৬.১৯ ॥ শাকুর মঞ্জিল

ট্রেন

যাকিয়া উতাইবি'র قطار কবিতার অনুবাদ

ভুল কোনো ট্রেনে যদি উঠেই পড়ো
পরের স্টেশনেই নেমে যেয়ো
ট্রেন যত দূরে যাবে
তোমার ফেরার কষ্ট তত বেশি হবে।

১৪ : ৫৪ ॥ ০৪.০৭.১৯ ॥ ৭১ হল